" বিজয়মালাতে নম্বরের(ক্রম-সংখ্যা) আধার "

আজ বাপদাদা নিজের হারানিধি(সিকীলধে) শ্রেষ্ঠ আত্মাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন । স্মরণে আসে কি যে এই সময়ে এইরূপে কত বার দেখা হয়েছে ? অনেক বার মিলনের স্মৃতি স্পষ্ট ভাবে অনুভব হয় কি ? নলেজের আধারে, চক্রের হিসাব অনুযায়ী বুঝতে পারো বা অনুভব করো ? যে যত স্পষ্ট অনুভব করবে, তার অর্থ হল সে তত শ্রেষ্ঠ বা নিকটবর্তী আত্মা । বর্তমানে সর্ব প্রাপ্তি এবং ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধের অধিকারী আত্মা রূপে প্রত্যক্ষ হবে। নিজেকে এই অনুভবের আধারে তুমি বুঝতে পারো কি আমি আত্মা বিজয়মালাতে কত নম্বরে আমার স্থান ? বর্তমান সময়ে বাপদাদা বাচ্চাদের পুরুষার্থ এবং প্রাপ্তির আধারে ক্রমানুযায়ী স্মরণ করেন অর্থাৎ মালা এবং স্মারকচিহ্ন রূপের বিজয়মালা-- যাকে বৈজয়ন্তী মালা বলা হয় তো দুটি মালায় নিজের নম্বর কোথায়, তা জান কি? নিজের ক্রম নম্বর নিজেই জানো তো? নাকি বলবে বাপদাদা বলে দেবেন ? বাপদাদা তো সবই জানেন তবুও নিজেও নিশ্চয়ই জানো । বাইরে বলো বা নাই বলো কিন্তু অন্তরে স্পষ্ট জানো তো ? হ্যাঁ বলবে নাকি না বলবে ? এখন যদি বাপদাদা মালাটি হাতে নেন তো নিজের নম্বর দিতে পারবে তো? সংকোচ বশত: বলবেনা সেটা আলাদা কথা। আর যদি না জানো তাহলে কি বলবে ? অন্যদের চ্যালেঞ্জ করো , নিশ্চয় এবং নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে বলো যে আমরা নিজেদের ৮৪ জন্মের জীবন কাহিনী জানি , এই তো বলো তাই না ? তাহলে ৮৪ জন্মের মধ্যে বর্তমান জন্মই হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তাই না ? এই কথা জানো তো ? আমি কে ? এই ধাঁধাটি ভালো করে জেনেছ তো ? তাহলে এটা কি ? এটা হল একটি ধাঁধা-- "আমি কে ?" এটা জানবার হিসাব হল খুবই সহজ।

এক হল-- স্মরণের মালা-- যতটা স্নেহের সাথে এবং যতটা সময় তুমি বাবাকে স্মরণ করো ততটাই স্নেহ এবং সময়ের সাথে বাবাও স্মরণ করেন। তাহলে নিজের নম্বর বলতে পারবে কি ? যদি অর্ধেক সময় স্মরণ আর ৫০% স্নেহ রয়েছে অথবা ৭৫% স্নেহ রয়েছে তবে সেই আধারেই ভাবো যে ৫০% স্নেহ আর অর্ধেক সময় স্মরণ তো মালাতেও অর্ধেক মালা শেষ হলে নম্বর আসবে। যদি স্মরণ হয় নিরন্তর আর স্নেহ হয় সম্পূর্ণ , একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউ চোখে পড়বে না , সর্বদা বাবা আর তুমি কম্বাইন্ড রয়েছ তাহলেই মালাতেও কম্বাইন্ড দানার সাথে-সাথে তুমিও কম্বাইন্ড হবে অর্থাৎ সাথে-সাথে মেলানো থাকবে। সর্বদা সব বিষয়ে একনম্বর হবে। তাই মালাতেও এক নম্বর হবে। যেমন লৌকিক পড়াশোনাতে ফার্স্ট ডিভিসন , সেকেন্ড , থার্ড হয় , তেমনই এখানেও মহারথী , অশ্বচালক আর পদযাত্রী তিনটি ডিভিসন রয়েছে ।

ফার্স্ট ডিভিসন - সর্বদা ফাস্ট অর্থাৎ উড়ন্ত কলায় থাকে । প্রতি সেকেন্ড প্রতিটি সংকল্পে বাবার সাথেই বাবার সহযোগের, স্নেহের অনুভব করে। সর্বদা বাবার সঙ্গ এবং হাতে হাত-- এমন অনুভব করে। এই কথা বলে না যে-- "সাহায্য করো", বরং সর্বদা নিজেকে সম্পন্ন অনুভব করে।

সেকেন্ড ডিভিসন - উত্তরণ বা আরোহী কলার অনুভব করবে উড়ন্ত কলার নয়। আরোহী কলায় আসন্ন বিঘ্ন গুলি পার করতে কখনও বেশী কখনও কম সময় লাগাবে। উড়ন্ত কলার আত্মারা উপর দিয়ে অতিক্রম করে যায়, ফলে তারা এমন অনুভব করবে যে কোনো বিঘ্ন আসেইনি। বিঘ্নকে বিঘ্ন নয় বরং সাইডসীন ভাববে , পথের দৃশ্য ভাববে। আর আরোহী কলার আত্মারা থামবে , বিঘ্ন

অনুভব করবে, তাই কখনো কখনো বিঘ্নকে পার করার সামান্য ক্লান্তির অনুভব করবে বা সামান্য হতাশাও অনুভব করবে।

তৃতীয় ডিভিসন – এদের তো জেনেই গেছ। থামবে , এগোবে , চিৎকার করবে। কখনও এগোবে কখনও চিৎকার করবে। স্মরণের পরিশ্রমে থাকবে কেননা কম্বাইন্ড থাকেনা। সর্ব সম্বন্ধ পালনে চেষ্টারত থাকবে। সর্বদা পুরুষার্থে ব্যস্ত থাকবে। এরা চেষ্টায় থাকে তারা প্রাপ্তিতে ।

তো এর থেকে বুঝে নাও – "আমার নম্বর কোনটা ?" মালার আদিতে রয়েছ অর্থাৎ ফার্স্ট ডিভিসনে রয়েছ অথবা মালার মধ্য ভাগে অর্থাৎ সেকেন্ড ডিভিসনে রয়েছ বা মালার শেষের দিকে অর্থাৎ থার্ড ডিভিসনে রয়েছ ? তাহলে স্মরণ এবং বিজয় এই দুটির আধারে নিজেকে জানতে পারবে। তো জানতে পারা সহজ হল নাকি মুশকিল ? প্রত্যেকের নম্বর বের করাবো কি ? বের করতে পারবে তো ?

বাপদাদা সদা অমৃতবেলা থেকে বাচ্চাদের মালা স্মরণ করা আরম্ভ করেন। প্রতিটি রত্নের বিশেষত্ব দেখেন। তো অমৃতেবলায় সহজেই নিজেকে চেক করতে পারো। স্মরণের শক্তি দ্বারা , সম্বন্ধের শক্তি দ্বারা , স্পষ্ট রূপে রুহানী টিভিতে দেখতে পারো যে বাপদাদা কত নম্বরে আমাকে স্মরণ করছেন । তার জন্যে বিশেষ ভাবে বুদ্ধির লাইন ক্লিয়ার থাকা চাই। নাহলে স্পষ্ট দেখতে পাবে না । আচ্ছা – বুঝলে আমি কে ?

এবারে সময় নিকটে হওয়ার কারণে নিজেকে বাবার সমান অর্থাৎ সমানতার দ্বারা নিজেকে বাবার কাছে নিয়ে এসো । সংকল্প , শব্দ , কর্ম , সংস্কার আর সেবা সবেতেই বাবার সমান হতে হবে অর্থাৎ কাছে থাকা । সে পরেই আসুক বা আগেই আসুক। কিন্তু সমানতার দ্বারা কাছে আসতে পারো। এখন সবারই চান্স রয়েছে । এখনও সীট ফিক্স হওয়ার সিটি বোঝেনি, তাই যা হতে চাও সেই স্বরূপে পরিণত হতে পারো। এখনও ' টু লেট '-এর বোর্ড লাগেনি, তাই কি করবে ? মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশ উভয়েই রয়েছে কিনা । মহারাষ্ট্রের নামে তো " মহা" রয়েছেই । তো মহান হয়েই গেল। মধ্যপ্রদেশের বিশেষত্ব কি ? জানো ? বাপদাদার সেবার আদি কালে মধ্যপ্রদেশের দিকেই নজর ছিল। বাচ্চাদেরও পাঠানো হয়েছিল । তো সেবার ক্ষেত্রে প্রথম দৃষ্টি যখন মধ্যপ্রদেশের দিকে ছিল তাহলে মধ্যপ্রদেশের সেবাতে আর সেবার প্রত্যক্ষফলের প্রাপ্তিতে প্রথম নম্বর হবে তাইনা ? কেননা বাপদাদার বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে। যেই দৃষ্টি পড়েছে সেই নম্বরওয়ান নজর দ্বারা মালামাল হয়ে গেল কিনা সেইজন্য উভয়েই হল মহান।

মহারাষ্ট্রে বাপদাদার সাকার পদধূলি পড়েছে। চরিত্র ভূমিও মহারাষ্ট্রকে করা হয়েছে। তাহলে মহারাষ্ট্র এখন কি করবে ? মহারাষ্ট্রকে তো ডবল ফল দিতে হবে। কি ডবল ফল দেবে ? দেখা যাক, প্রথম টাচ হতেই তোমরা কি ফল দেবে । যদি টাচ না হয় তো মহারাষ্ট্রের চেয়ে মধ্যপ্রদেশ এক নম্বরওয়ান হয়ে যাবে ।

এক হল ওয়ারিস বা অধিকারী আর দ্বিতীয় হল ভিআইপি । তো অধিকারী আত্মাও তৈরি করতে হবে এবং ভি. আই. পিও--এটাই হল ডবল ফল। কোথাও ভি. আই. পি. কোথাও অধিকারী-- উভয়কেই আনতে হবে। অধিকারী আত্মাও নামীদামি হবে আর ভিআইপিরাও হবে নামীদামি । এই

বিষয়ে কে হবে তাহলে একনম্বর ? বিদেশ হবে , মহারাষ্ট্র নাকি মধ্যপ্রদেশ ? কে হবে ? অন্যরাও হতে পারে কিন্তু আজকে তো এরাই রয়েছে সামনে। আচ্ছা তবে কি শুনলে ? যে অর্জন করবে সেই তো হবে অর্জুন তাই না ? এতে যে চাইবে আগে যেতে পারবে। এখনও নম্বর বেরোয়নি তাই যে নিমিত্ত রূপে এক নম্বরে আসতে চায় আসতে পারে। বুঝলে কি করতে হবে ? তার উপায়ও রয়েছে - উড়ন্ত কলা। তার জন্যে সদা ডবল লাইট থাকো। এই কথা জানো তো ? জানো তো সবই, শুধু এখন স্বরূপে এবং অনুভবে আনতে হবে। আচ্ছা ।

এমনই সদা বাবার সাথী , প্রতিটি সঙ্কল্প , শব্দ এবং কর্ম বাবার মতন অর্থাৎ বাবার কাছের রত্ন , সর্বদা স্বরূপ এবং সফল স্বরূপ , বিজয় মালার নিকটবর্তী রত্নদের বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং নমস্কার ।

বিদেশী *বাচ্চাদের* *সেবার* *অভিনন্দন* *জানাচ্ছেন* - *সেবার * *প্রতি* *অতিরিক্ত* *ইশারা*

বাপদাদা সেবার জন্য কখনো বারণ করেন না , খুব ধূমধাম করে সেবা করো। যাকে নিমন্ত্রণ দিতে চাও দিতে পারো। বিদেশীদেরকে সেবার জন্য অভিনন্দন । সবাই সেবায় উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। আর এইরূপ এগোনোর পথেই বিশেষ আত্মাদের সেবার জন্য নিমিত্ত হয়ে যাবে। যাদের বিশেষ ভি. আই. পি. বলা হয়, এখন ভি. আই. পিদের আনবার সময় এসেছে, সেই জন্য সেবার দ্বারা স্বত:তই তারা প্রত্যক্ষ হতে থাকবে।

সবাইকে বিশেষ রুহানীয়তের অনুভব করাও। শান্তি এবং শক্তির অনুভব করাও। নলেজ তো অনেক আছে কিন্তু এক সেকেন্ডের অনুভূতিই হল তাদের জন্যে নবীনতা। সমগ্র বিদেশের মেজরিটি হল কৃত্রিম , তাই সত্যিকারের শান্তি , সুখ , সত্য স্বরূপের অনুভূতিই নেই । যদি সেই অনুভূতি এক সেকেন্ডের জন্যেও হয়ে যায় তাহলেই নবীনতার অনুভব করবে। এমনিতেও বিদেশে সর্বদা নতুন বস্তুর কদর বেশী তাই সেই নবীনতা আনো। কোনো নামধারী মহাত্মা এই অনুভূতি করাতে পারবেনা। আত্মা পরমাত্মার শব্দ তো শুনেছে কিন্তু কনেক্শান জুড়ে অনুভব করা এই হল নূতন বিষয়। যাকে বলা হয় সত্যের অনুভব করা। এই হল সাধন। সকল সার্ভিসেবল কাছের রত্নদের নাম সহকারে বাবা স্মরণ করছেন। আচ্ছা ।

কুমারদের *সঙ্গে* *অব্যক্ত* *বাপদাদার* *সাক্ষাৎকার*

কুমারদের যেন সর্বদা এই স্মৃতি-ই থাকে যে আমরা কেবল কুমার নই আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার , রুহানী সেবাধারী । সেবাধারী অর্থাৎ স্বয়ং সম্পন্ন স্বরূপ থেকে অন্যদের সেবা দিতে পারে। তো সদা নিজেকে সর্ব খাজানায় সম্পন্ন অনুভব করো ? সেবাধারী ভেবে সেবা করলে সফলতা মূর্ত হবে। সেবার বিশেষত্ব হল সদা নম্রচিত্ত । নিমিত্ত এবং নম্রচিত্ত - এই দুটি বিশেষত্ব সেবায় সফল করে। কুমার সেবার ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে সক্ষম । কিন্তু এই এগিয়ে যেতে নিমিত্ত এবং নম্রচিত্ত না হলে সেবা করবে পরিশ্রমও করবে কিন্তু সফল হবে না। তো কুমার সেবায় সফল হয়েছ কি? সবাই প্ল্যানিং বুদ্ধি হয়েছ কি ? যেমন সেবার ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ হয়েছ তেমনই এই দুটি বিশেষত্বে তীক্ষ্ণ হও। বিশেষত্ব সহ বিশেষ সেবাধারী হও। না হলে সফলতা টেম্পোরারি হবে কিন্তু চলতে চলতে একটু

সময়ের পরে কনফিউজ হয়ে যাবে। এ কি হল , কেন হল , এইসব বাধা এসে পড়বে। তো সদা এই দুটি কথা স্মরণে রেখো-- ফলে সার্ভিসে ফাস্ট এবং ফার্স্ট হয়ে যাবে। কুমারদের সেবা তো করতেই হবে কিন্তু মর্যাদার সীমারেখার ভিতরে থেকে করলে সফলতা নিশ্চিত ।

কুমারদের সবরকমের সুযোগ(Chance) রয়েছে , সেবা করার সুযোগ, পুরুষার্থে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তার সাথে-সাথে নিজের পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে । কুমার জীবন হল লাকি জীবন। কুমার অর্থাৎ সদা স্বতন্ত্র । কোনোরকম বন্ধনে বশীভূত নয়। এমন স্বতন্ত্র স্বরূপ অনুভব করো তো ? নিজের ব্যর্থ সংকল্পও হল একপ্রকারের বন্ধন , এই বন্ধনও উড়ন্ত কলা থেকে নীচে নিয়ে আসে। তো কুমার হল নির্বন্ধন । ব্যর্থ সংকল্পও সমাপ্ত । নির্বন্ধন আত্মারাই তীব্রগতিতে এগিয়ে যেতে পারে। বাপদাদা কুমারদের প্রতি গর্বিত বোধ করেন যে কুমারেরা নিজেদের জীবনকে কতখানি শ্রেষ্ঠ করছে। সর্বদা এই স্মৃতিতে থাকো যে আমাদের মতন ভাগ্যবান আর কেউ নেই , কুমারদের নিজেদের ভাগ্য এবং কুমারীদের নিজেদের । কুমারীরা স্বতন্ত্র হয়ে সেবা করতে পারেনা। কুমার যে কোনো স্থানে একা গিয়ে সেবা করতে পারে। কুমারদের কি আর বন্ধন রয়েছে । কুমারীরা তো তবুও আজকালকার দুনিয়ার নিয়ম অনুযায়ী বন্ধনে রয়েছে , কুমার তো অলরাউন্ড সেবা করতে পারে।

কুমার হল ডবল লাইট। কোনোরকমের ভার নেই । না সংকল্পের ভার , না সম্বন্ধ সম্পর্কের ভার। কুমার হলই নির্বন্ধন কারণ নলেজফুল হয়ে গেছে । নলেজফুল ব্যর্থ কর্মের দিকে কখনও যেতে পারেনা। ব্যর্থ সংকল্পও নলেজফুলের সামনে আসতে পারেনা। সংকল্পেও শক্তিশালী , কর্মেও শক্তিশালী। মাস্টার সর্বশক্তিমান কিনা। তো সর্বদা এমন অনুভব করো যে আমরা হলাম মাস্টার সর্বশক্তিমান ? কারণ কুমারদের পিছনে মায়া অনেক ঘুরপাক করতে থাকে । কুমার কুমারের মায়ার খুব পছন্দের। যেমন বাবা তোমাদের অর্থাৎ কুমার-কুমারীদের পছন্দ করেন তেমনই মায়াও পছন্দ করে, সেইজন্য মায়ার থেকে সাবধানে থাকবে। সর্বদা নিজেকে কম্বাইন্ড ভাববে , একা নয় , যুগল রয়েছে সঙ্গে । সদা কম্বাইন্ড ভাবলে মায়া আসতে পারবে না ।

পার্টিদের *সঙ্গে* :-

বর্তমান *সময়ের* *বিশেষ অ্যাটেনশান হল* *ব্যর্থ সংকল্পের* *সমাপ্তি*

সবাই নিজেকে সমর্থ আত্মা মনে করো ? সমর্থ আত্মারা অর্থাৎ যাদের ব্যর্থ অ্যাকাউন্ট শেষ। না হলে ব্রাহ্মণ জীবনে ব্যর্থ সংকল্প , ব্যর্থ কথাবার্তা , ব্যর্থ কর্ম অনেক সময় নষ্ট করে দেয়। যতটা উপার্জন করতে চাও ততটা জমা করতে পার না । ব্যর্থ খাতার জন্যে সমর্থ স্বরূপ হতে পার না । এবারে ব্যর্থ খাতা সমাপ্ত করো । যখন নতুন হিসাবের খাতা রাখো তখন পুরানোকে বাতিল করে দাও কিনা। তাহলে বর্তমান সময়ে এই বিশেষ অ্যাটেনশান রাখো যে ব্যর্থ খাতা সমাপ্ত করে সদা যেন সমর্থ থাকতে পারো। মাস্টার সর্বশক্তিমান যা চায় করতে পারে। যেমন কারো কাছে দেহের শক্তি বা ধন-সম্পদের শক্তি থাকলে সে যা চায় করতে পারে, আর যদি শক্তি না থাকে তাহলে ইচ্ছে থাকলেও করতে পারেনা। এমনই তোমরা হলে মাস্টার সর্বশক্তিমান , এমন কোনো কাজ রয়েছে কি যেটা করতে পার না । শুধুমাত্র অ্যাটেনশান । বার-বার অ্যাটেনশান চাই। অমৃতেবলায় অ্যাটেনশান দিলে , রাতে অ্যাটেনশান দিলে , বাকি মধ্যিখানে কেয়ারলেস হয়ে থাকলে রেজাল্ট কি হবে? ব্যর্থ

খাতা সমাপ্ত হবেনা । কিছু না কিছু পুরানো খাতার অবশিষ্ট রয়ে যাবে তাই বার-বার এই অ্যাটেনশান দাও যে আমরা হলাম মাস্টার সর্বশক্তিমান । চেকিং চাই ভাল রকমের কেননা মায়া এখনও নিজের প্রভাব দ্বারা ভাগ নিতে সজাগ হয়ে বসে আছে । সে অন্তিম সময়ে একটু বেশী সজাগ হয়ে যায় কারণ সদাকালের জন্যে বিদায় নেওয়ার পালা এখন। তাই নিজের প্রভাব দেখাবেই, সেইজন্য সদা অ্যাটেনশান রাখো। ক্লাসে গেলে , স্মরণে বসলে অ্যাটেনশান তো থাকেই কিন্তু এখন বার-বার অ্যাটেনশান রাখো। আর বার-বার অ্যাটেনশান যাদের থাকে তার প্রমাণ হল সবাই হবে টেনশন ফ্রী । লাডলে অর্থাৎ অতি প্রিয় তো হয়েছ, বাবার আপন হয়েছ , শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের তারা ঝলমল করছে, আর কি চাই। শুধু এই ছোট কাজ দেওয়া হয়েছে তোমাদের যে বার-বার বুদ্ধি দ্বারা অ্যাটেনশান রাখো। আচ্ছা !

বরদান :-- সঙ্গমযুগে প্রতিটি কর্মকে কলার রূপে করতে কুশল ১৬ কলা সম্পন্ন ভব। সঙ্গমযুগ হল বিশেষ কর্মরূপী কলা প্রদর্শনের সময়। যে আত্মাদের প্রতিটি কর্ম কলা রূপে প্রত্যক্ষ হয় তাদের প্রতিটি কর্মের বা গুণের গায়ন হয়। ১৬ কলা সম্পন্ন অর্থাৎ প্রতিটি চাল চলন সম্পূর্ণ কলা রূপে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হবে - আর এই হল সম্পূর্ণ স্টেজের প্রমাণ চিহ্ন । যেমন সাকার রূপে চলনে বলনে ..... সবকিছুতে বিশেষত্ব দেখা গেছে, তো এটাই হল কলা । ওঠা বসার কলা, দেখার কলা , হাঁটা চলার কলা ছিল। সবের মধ্যেই একটি অনুপম ভাব এবং বিশেষত্ব ছিল। তো এমনভাবে ফলো ফাদার করে ১৬ কলায় সম্পন্ন হও।

স্লোগান : -- পাওয়ারফুল সে-ই যে তৎক্ষণাত পরখ করে নির্ণয় করে ফেলে ।